Sanatan Dharma

পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা"

"পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা"
"পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা" হল একটি বিশেষ ধরনের তীর্থযাত্রা, যেখানে নর্মদা নদীর উত্তরমুখী (উত্তরবাহিনী) একটি ছোট অংশকে পরিক্রমা করা হয়, যা প্রায় 14 থেকে 21 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং সাধারণত চৈত্র মাসে (29thমার্চ-27thএপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়।
'পঞ্চকোষ' বলতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বকে বোঝায়, প্রায় 16 কিলোমিটার, যা 'নর্মদা পরিক্রমা'র একটি অংশ। এই যাত্রাটি 'নর্মদা পরিক্রমা'র একটি সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
প্রধান বৈশিষ্ট্য:***
উত্তরাবাহিনী:- এই পরিক্রমাটি নর্মদা নদীর উত্তরমুখী প্রবাহকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।
ছোট দূরত্ব:- এটি একটি সংক্ষিপ্ত তীর্থযাত্রা, যা সাধারণত প্রায় (14) থেকে (21) কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, যা পুরো নর্মদা পরিক্রমার তুলনায় অনেক ছোট।
সময়:- এই পরিক্রমাটি সাধারণত চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুর স্থান:- এটি সাধারণত গুজরাটের রামপুরা গ্রাম থেকে শুরু হয় এবং তিলকওয়াড়া পর্যন্ত চলে।
গুরুত্বপূর্ণ দিক:- ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা: এটি একটি সুপরিচিত বার্ষিক তীর্থযাত্রা, যা নর্মদা নদীকে সম্মান জানাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর একটি গভীর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে।
সম্পূর্ণ নর্মদা পরিক্রমার বিকল্প:- যে সকল তীর্থযাত্রী পুরো নর্মদা পরিক্রমা সম্পন্ন করতে পারেন না, তাদের জন্য এটি একটি বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

Published on: Dec, 08 2025 12:29

শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি:- এটি একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা হলেও, এর জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।
****
****
"উত্তরবাহিনী পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা"
উত্তর বাহিনী পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি নর্মদা নদীর উত্তরমুখী প্রবাহকে কেন্দ্র করে নর্মদা জেলার কাছাকাছি অঞ্চলে সম্পন্ন করা হয়। এটি নর্মদা নদীকে সম্মান জানানোর একটি তীর্থযাত্রা, যা প্রতি বছর চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়।
উত্তরবাহিনী পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা মূলত গুজরাটের নর্মদা জেলার কাছাকাছি অঞ্চলে সম্পন্ন করা হয়। এটি নর্মদা নদীর সেই অংশকে প্রদক্ষিণ করে যেখানে নদীটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ রামপুরা থেকে তিলকওয়াড়া পর্যন্ত (বা এর বিপরীতে)। এই পরিক্রমা গুজরাটের নর্মদা জেলায় তিলকওয়াড়া এবং রামপুরা গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই যাত্রাটি নর্মদা নদীর কিছু অংশ নর্মদা জেলার কাছে প্রায় 14-21 কিলোমিটার পর্যন্ত উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।
উত্তর বাহিনী নর্মদা" বলতে নর্মদা নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশকে বোঝানো হয় যা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এটি সাধারণত নর্মদা পরিক্রমার একটি অংশ, যেখানে তীর্থযাত্রীরা নদীর স্রোতের বিপরীতে বা উত্তর দিকে যাত্রা করে। এই যাত্রাটি নর্মদা নদীর কিছু অংশ নর্মদা জেলার কাছে প্রায় 14-21 কিলোমিটার পর্যন্ত উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।
চৈত্র মাসে নর্মদা পরিক্রমা (Narmada Parikrama) অনুষ্ঠিত হয়, যা 'উত্তরবাহিনী পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা' নামেও পরিচিত। এই যাত্রাটি নর্মদা নদীর উত্তরমুখী প্রবাহকে কেন্দ্র করে নর্মদা জেলার কাছে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিক্রমা একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী যাত্রা, যেখানে ভক্তরা নর্মদা নদীর তীরবর্তী স্থানগুলি পায়ে হেঁটে বা যানবাহনের মাধ্যমে ভ্রমণ করেন।
উত্তর বাহিনী নর্মদা সম্পর্কে কিছু তথ্য:***
1. প্রবাহ:- নর্মদা নদী প্রধানত পশ্চিমবাহিনী হলেও, এর কিছু অংশ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। "উত্তর বাহিনী" বলতে এই উত্তরমুখী প্রবাহকে বোঝানো হয়।
2. পরিক্রমা: এটি একটি বিশেষ ধরনের ধর্মীয় পরিক্রমা যা "উত্তরবাহিনী নর্মদা পরিক্রমা" নামে পরিচিত। এই পরিক্রমা সম্পূর্ণ নর্মদা পরিক্রমার একটি বিকল্প, যেখানে তীর্থযাত্রীরা নদীর স্রোতের বিপরীতে বা উত্তর দিকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অতিক্রম করে।
3. গুরুত্ব: এই পরিক্রমাটিকে আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয়ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ এটি নদীর উৎসের দিকে যাত্রা করে।
4. স্থান: গুজরাটের নর্মদা জেলায় রাজপিপলার কাছে উত্তর বাহিনী পঞ্চকোশী নর্মদা পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নর্মদা নদীর প্রায় 14 কিলোমিটার অংশ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়, যা হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত।পরিক্রমাটি রামপুরা গ্রাম থেকে শুরু হয়ে তিলকওয়াড়া পর্যন্ত যায় এবং তারপর রামপুরাতে ফিরে আসে।
5. সময়: হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে চৈত্র মাসে এই পরিক্রমা করা হয়।এই পরিক্রমা সাধারণত চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার ভক্ত এতে অংশ নেন।চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়, যা সাধারণত 29 মার্চ থেকে 27 এপ্রিলের

মধ্যে হয়। এটি গুজরাটের নর্মদা জেলার কাছে একটি 14-21 কিলোমিটার দীর্ঘ আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়।

6. অবস্থান: এটি মূলত নর্মদা নদীর সেই অংশগুলিকে ঘিরে হয় যেখানে নদীটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে (উত্তর বাহিনী)।

7. পথ: এটি নর্মদা নদীর উত্তরমুখী প্রবাহের অংশটিকে প্রদক্ষিণ করে, যা রামপুরা এবং তিলকওয়াড়ার মধ্যে অবস্থিত। পরিক্রমাটি রামপুরা গ্রাম থেকে শুরু হয়ে তিলকওয়াড়া পর্যন্ত যায় এবং তারপর রামপুরাতে ফিরে আসে--একটি 14-21 কিলোমিটার দীর্ঘ আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা।

8. গুরুত্ব: এই যাত্রাটি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় এবং এটি একটি বার্ষিক তীর্থযাত্রা হিসেবে পালিত হয়।

9. পরিক্রমা-সময়কাল: এই তীর্থযাত্রা সাধারণত এক দিনেই সম্পন্ন হয়।

10. ধর্মীয় তাৎপর্য: প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই ছোট পঞ্চকোশী পরিক্রমা সম্পূর্ণ নর্মদা পরিক্রমার সমান ফল দেয়।

11. পথের সুবিধাসমূহ: তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী কাঠামো, যেমন মণ্ডপ, বসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের সুবিধা, টয়লেট এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

Published on: Dec, 08 2025 12:29